11 FEB

দৈনিক জনকণ্ঠ

পত্রিকা ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ......

অমর একুশে গ্রন্থমেলা আজ শুরু ॥ ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে ২৩ দিনব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থমেলা শুরু হচ্ছে আজ

(৭- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

অমর একুশে গ্রন্থমেলা

(৮-এর পাতার পর)

শনিবার। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিকাল চারটায় একাডেমী প্রাঙ্গণে মেলা উদ্বোধন করবেন। ঈদের জন্য বইমেলা মোট পাঁচদিন (১১ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি) বন্ধ থাকবে।

একুশের বইমেলা উদ্বোধনের জন্য আজ শনিবার বাংলা একাডেমীতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আগমন উপলক্ষে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচী পালন করবে। পরস্পরবিরোধী এই কর্মসূচীর কারণে ক্যাম্পাসে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে চাপা উত্তেজনা রয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ।

ছাত্র ইউনিয়ন প্রধানমন্ত্রীর বইমেলা উদ্বোধনের প্রতিবাদে ও দায়মুক্তি অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে আজ দুপুরে ক্যাম্পাসে কালো ব্যাজ ধারণসহ মানববন্ধন করবে। ছাত্রলীগ বিকাল তিনটায় কালো পতাকা মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচী নিয়েছে। ছাত্রদল মিছিল বের করবে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অভিনন্দন জানিয়ে।

শুক্রবার মধুর ক্যান্টিনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রলীগের সভাপতি লিয়াকত শিকদার শনিবারের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক চেতনায় ছাত্রলীগ অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর মানসিকতা ধারণ করে। কিন্তু গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী ঘাতক জামায়াত শিবিরের আশ্রয় দানকারী গণতন্ত্র ও মানবতাবিরোধী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার একুশে বইমেলা উদ্বোধনকে ছাত্রসমাজ কোনভাবেই মেনে নিতে পারে না।

এদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আমিরুল ইসলাম খান জানিয়েছেন, ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল বের করবে। শুক্রবার সন্ধ্যায়ও মিছিল হয়েছে।

এবারের একুশের বইমেলায় থাকছে ২৬৮টি প্রতিষ্ঠানের ৪০৩টি স্টল। মেলার বাজেট বাইশ লক্ষ টাকা। আজ শনিবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বেতার ও টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। মেলার সময়সূচী হচ্ছে প্রতিদিন দুপুর দুটো থেকে রাত আটটা। সরকারী ছুটির দিনে মেলা শুরু হবে বেলা এগারোটায়। একুশের বইমেলা সম্পূর্ণ ধূমপান ও পলিথিনমুক্ত। বইমেলায় গতবারের চেয়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবার ২৬টি বেড়েছে। সরকার বর্তমান বছরকে 'সুশিক্ষা বর্ষ' ও 'গ্রন্থাগার বর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করেছে। তার আলোকে এবার শিক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবতা ও সম্ভাবনাকে করা হয়েছে আলোচনার বিষয়। প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও থাকবে। বইমেলা প্রাঙ্গণের সামগ্রিক নিরাপত্তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।